

মোমতাজুন্নেছা, ড. জাফর উল্লাহর মাতা, ৮৩ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করলেন আমেরিকার পোর্টল্যান্ড শহরে

বার্ধক্যজনিত কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোর্টল্যান্ড (ওরিগোন স্টেটে) শহরে ১৬ই মার্চ মিসেস মোমতাজুন্নেছা মৃত্যু বরণ করেন তাঁর সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা রুবিনা আহমদের বাড়ীতে। মৃত্যুকালে তাঁর পরিবারের সবাই উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

মিসেস মোমতাজ ১৯২৪ সনে সিলেট শহরের শেখঘাট এলাকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবার যেটি কিনা রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল, সেই পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা, ওয়াসিল আলী, সিলেট জজ কোর্টের উকিল ছিলেন যিনি কংগ্রেস পার্টির স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন ১৯০০-১৯২০ সনে। তাঁর চাচা, খান বাহাদুর আবদুল খালেক, দেশ বিভাগের আগে ১৯৪০ দশকে কোলকাতায় পুলিশ বিভাগের ডিপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদে আসীন ছিলেন। তাঁর পৈতৃক ও মাতৃক ভিটেবাড়ী ছিল যথাক্রমে, বালাগঞ্জ ও বিশ্বনাথ থানার চান্দের কম্পন গ্রামে।

মিসেস মোমতাজ ১৯৩৯ সনে পরিণয় সূত্রে আবদুল হোন হবিগঞ্জের বানিয়াচং থানার গুনই গ্রামের মঞ্জুর উল্লাহর সাথে। বিয়ের পর সংসার পাতেন আসামের তৎকালীন রাজধানী শিলং শহরে। সেখানে তিনি ৮টি বছর কাটিয়েছিলেন; পরপর তাঁর তিন ছেলের (শহিদুল্লা কায়ছার, হেদায়েত উল্লাহ ফয়ছল, জাফর উল্লাহ হাসনু) জন্ম হয় সেই পাহাড়ী শহরে। ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর তিন ছেলে ও স্বামীসহ চলে আসেন সিলেট শহরে পৈতৃক বাড়িতে। ১৯৫০ সনে তিনি সপরিবারে ঢাকার তেজগার ফার্মগেটের কাছে তেজকুনীপাড়ায় 'ইদিলপুর-প্রবাস' নামে এক বাগানবাড়ীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন যেখানে তাঁর তিন কন্যা (জলি, রোজি, কলি) ও আরো একটি পুত্র সন্তান (সামসুদ-দৌলা খুশনু) এর জন্ম হয়। সে' সময় তেজগা এলাকার নৈসর্গিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম ছিল।

মিসেস মোমতাজের বড় ছেলে, কায়ছার, ১৯৬৪ সনে লন্ডনে যান পড়াশোনা করতে। ১৯৬৮ সনে তিনি হারান তাঁর স্বামীকে। ১৯৬৯ সনে তাঁর তৃতীয় ছেলে, জাফর উল্লাহ, আমেরিকার ওহাইও স্টেটের সিন্সিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টোরেট গ্রহণের জন্য দেশত্যাগ করেন। ১৯৭৬ সনে তাঁর বড় মেয়ে, জলি আখতার বানু, ডক্টোরেট গ্রহণের জন্য প্রথম নিউইয়র্কের স্ট্যানিব্রুকে ও পরে ১৯৭৮ সনে ওহাইও স্টেটের কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তাঁর বড়ছেলে শহিদুল্লা কায়ছার ইংল্যান্ডের পোর্টস্মাউথে ক্যাটারিং এর ব্যবসা করেন ১৯৮০ দশকে এবং মেঝা ছেলে, হেদায়েত উল্লাহ ফয়ছল, একটানা ৩৫ বছর ঢাকা বিমানবন্দরে বার্মা ইস্টার্নের সুপারভাইজার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৮০ সনে মিসেস মোমতাজ তার ছোট ছেলে খুশনু কে নিয়ে তেজকুনীপাড়ায় বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মাল্টি-ট্রেক অডিও রেকর্ডিং স্টুডিও 'ঝংকার' চালু করেন। ঢাকার আশি দশকের উঠতি শিল্পীদের সবাই ঝংকার স্টুডিওর 'খালাম্মা'র কথা কমবেশী মনে আছে নিশ্চয়। ১৯৯৩ সনে তিনি তাঁর সবক'টি ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আমেরিকায় অভিবাসী হয়ে চলে আসেন পোর্টল্যান্ড শহরে।

সমাজজনিত কারণে ১৯৩৮ সনে মিসেস মোমতাজের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেলেও বাড়িতে তিনি ঢের বই পড়তেন আর সে' জন্যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য তার উৎসাহ ছিল প্রচুর। তাঁর এক কন্যা (জলি রহমান) ও এক ছেলে (জাফর উল্লাহ) আমেরিকায় ডক্টোরেট লাভ করেছেন যথাক্রমে, সলিড-স্টেট ফিজিক্স

ও মলিকুলার বায়োলোজিতে। আরেক কন্যা (রোজি খন্দকার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে এম এ লাভ করেন। ড. জলি রহমান পোর্টল্যান্ড শহরের টেকটুনির এ দীর্ঘকাল রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকুরি করেন। ড. জাফর উল্লাহ সুদীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ মার্কিন ফেডারেল সরকারের বিজ্ঞানী হিসেবে নিউওর্লিয়ান্স শহরে ইউ এস ডি এ এর সাউদার্ন রিসার্চ সেন্টারে কাজ করছেন; এর আগে তিনি প্রথম স্ট্যানিফোর্ডে নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বায়োক্যামিস্ট্রি বিভাগে ও পরে ইউনিভার্সিটি ওফ ইলিনয়েস এ রিসার্চ এসোসিয়েট হিসেবে কাজ করেছেন। ড. উল্লাহ ঢাকার সব ক’টি ইংরেজী পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখেন আর আন্তর্জালে (ইন্টারনেটে) মুক্ত-মনা ও এন এফ বি তে নিয়মিত লিখেন এবং এই দুটোর বোর্ড আফ ডাইরেক্টরস্ এ যোগ দিয়েছেন প্রথম থেকেই।

মিসেস মোমতাজের নাতি-নাতনিরা সংখ্যায় ১৮ জন। এদের মধ্যে জনাকয়েক আমেরিকার নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখাপড়া করে স্নাতক নিয়েছে। বড় নাতনি, শর্মী রহমান, আটলান্টার এমোরি বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্রাজুয়েশন করেছে আর মিসৌরীর সেন্টলুইস শহরের আরেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হস্পিটাল ম্যানেজমেন্টে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেছে; আরেক নাতি, রাশাদ উল্লাহ, কানেকটিকাটের নিউ হাবেন শহরে অবস্থিত বিশ্ব বিখ্যাত ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে ডক্টরেট শেষ করেছে লিঙ্গুইস্টিক্স বিষয়ে, নাতি রাইন খন্দকার গ্রাজুয়েশন করেছে অরিগন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ, আরো দুই নাতি, রাকিন খন্দকার অরিগন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ, এবং রিয়াজ উল্লাহ আটলান্টায় জর্জিয়া টেক ইন্সটিটিউটে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে লিখাপড়া করেছে।

মিসেস মমতাজের এক ভাই, মকবুল হোসেন (বার্মা ইন্সটার্ণ, চট্টগ্রাম, এর রিটায়ার্ড অফিসার) ও এক বোন লুৎফুল্লাহ (রিটায়ার্ড প্রধান শিক্ষয়ত্রি সিলেট গার্লস স্কুল), এই দুজন সিলেট শহরে বাস করেন।

পোর্টল্যান্ড শহরের বাঙালী সমাজে মিসেস মমতাজের মৃত্যুর খবরটি ছড়িয়ে পড়া মাত্র অনেক অভিবাসী মৃতের ছেলেমেয়েদের সম্মর্মিতা জানাবার জন্য ছুটে আসেন। মিসেস মমতাজের জানাজা পোর্টল্যান্ডের স্থানীয় মসজিদে দুপুরে জুম্মা নামাজের পর আদায় করা হয়। অবশেষে ৯০ মাইল দূরে কোরভালিস শহরে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত গোরস্থানে তাঁর মরদেহ সমাহিত করা হয় সেদিন সাঁঝে। রত্নগর্ভা এই বর্ষীয়সী মহিলা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর ৩৯ বছর ধরে যে ভাবে সংসারের হাল হাতে ধরে রেখেছিলেন এতদিন তার তুলনা মেলা ভার। এই কর্তব্যনিষ্ঠা ও আদর্শবতী মহিলা জন্মে ছিলেন সুদূর প্রাচ্যের শ্রীহট্ট শহরে সেই ৮৩ বছর আগে, আর পরলোকগমন করলেন প্রতীচ্যের পোর্টল্যান্ড শহরে। কেবল বিশ্বায়নের যুগেই এটি সম্ভব।

“বাংলাদেশে হতে আগত আমাদের পরিবারের মত আরো অনেক পরিবার যারা আমেরিকায় অভিবাসন নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন বিদেশের মাটিতে তাদের যৈবিক মরদেহ শান্তিতে শয়ান হবে একদিন। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝ খানে যে ক’টি দিন আমরা বাঁচি সেটাই জীবন। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে দেশ ও দেশের মঙ্গল ও হিতকাজ করাটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।” এই কথাটি লিখে জানালেন মৃতের শোকসন্তাপিত তৃতীয় ছেলে ড. জাফর উল্লাহ মিসিসিপি অববাহিকায় অবস্থিত নিউ ওর্লিয়ান্স শহর থেকে।